



0970CH01

পালামপুর গ্রামের গল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গল্পটির উদ্দেশ্য হল উৎপাদন সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এটি আমরা পালামপুর নামক একটি কাল্পনিক গ্রামের গল্পের মাধ্যমে করি।*

পালামপুরের প্রধান কার্যকলাপ হল কৃষিকাজ, যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদন, দুগ্ধ, পরিবহন ইত্যাদির মতো আরও বেশ কিছু কার্যকলাপ সীমিত পরিসরে পরিচালিত হয়। এই উৎপাদন কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয় — প্রাকৃতিক সম্পদ, মনুষ্যসৃষ্ট জিনিসপত্র, মানুষের প্রচেষ্টা, অর্থ ইত্যাদি। পালামপুরের গল্পটি পড়ার সময়, আমরা শিখব কিভাবে বিভিন্ন সম্পদ একত্রিত হয়ে গ্রামে কাল্পনিক পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদন করে।



ছবি ১.১ একটি গ্রামের দৃশ্য

বিদ্যুৎ সংযোগ। ক্ষেতের সকল নলকূপ বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হয়। পালামপুরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। সরকার পরিচালিত একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি বেসরকারি চিকিৎসালয় রয়েছে যেখানে অসুস্থদের চিকিৎসা করা হয়।* উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে পালামপুরে রাস্তাঘাট, পরিবহন, বিদ্যুৎ, সেচ, স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোটামুটি উন্নত ব্যবস্থা রয়েছে।

ভূমিকা

পালামপুর পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলির সাথে সংযুক্ত। রায়গঞ্জ, একটি বড় গ্রাম, পালামপুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। একটি সব আবহাওয়ার রাস্তা গ্রামটিকে রায়গঞ্জের সাথে এবং আরও কাছের ছোট শহর শাহপুরের সাথে সংযুক্ত করে। এই রাস্তায় অনেক ধরনের পরিবহন দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে গরুর গাড়ি, টাঙ্গা, বগি (মহিষের টানা কাঠের গাড়ি) যা গুড় (গুড়) এবং অন্যান্য পণ্য বোঝাই করে এবং মোটরসাইকেল, জিপ, ট্রাক্টর এবং ট্রাকের মতো মোটরযান।

এই গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের প্রায় ৪৫০টি পরিবার বাস করে। ৮০টি উচ্চবর্ণের পরিবারের গ্রামের বেশিরভাগ জমির মালিকানা রয়েছে। তাদের বাড়িগুলি, যার মধ্যে কিছু বেশ বড়, সিমেন্ট প্লাস্টার করা ইট দিয়ে তৈরি। তফসিলি জাতি (দলিত) জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং গ্রামের এক কোণে এবং অনেক ছোট বাড়িতে বাস করে, যার মধ্যে কিছু মাটি এবং খড়ের তৈরি। বেশিরভাগ বাড়িই

আপনার নিকটবর্তী গ্রামের সুবিধাগুলির সাথে এই সুবিধাগুলির তুলনা করুন।

একটি কাল্পনিক গ্রাম, পালামপুরের গল্প আমাদের গ্রামের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতজুড়ে গ্রামগুলিতে, কৃষিকাজই প্রধান উৎপাদন কার্যক্রম। অন্যান্য উৎপাদন কার্যক্রম, যা অ-কৃষি কার্যক্রম হিসাবে পরিচিত, তার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র উৎপাদন, পরিবহন, দোকানপাট ইত্যাদি। উৎপাদন সম্পর্কে কিছু সাধারণ বিষয় জানার পর আমরা এই উভয় ধরনের কার্যক্রমের দিকে নজর দেব।

* এই আখ্যানটি আংশিকভাবে পশ্চিমাঞ্চলীয় বুলন্দশহর জেলার একটি গ্রামের গিলবার্ট এটিয়েনের একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
উত্তরপ্রদেশ।

উৎপাদন সংগঠন

উৎপাদনের লক্ষ্য হলো আমরা যে পণ্য ও পরিষেবা চাই তা উৎপাদন করা। পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের জন্য চারটি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রথম প্রয়োজন হলো জমি, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন পানি, বন, খনিজ পদার্থ।

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা হল শ্রম, অর্থাৎ যারা কাজ করবে। কিছু উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য এমন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় যারা কায়িক শ্রম করতে পারে। প্রতিটি শ্রমিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে।

তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা হল ভৌত মূলধন, অর্থাৎ উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের বৈচিত্র্য। ভৌত মূলধনের আওতায় কোন কোন জিনিস আসে? (ক) সরঞ্জাম, মেশিন, ভবন: সরঞ্জাম এবং মেশিনের মধ্যে রয়েছে কৃষকের লাঙলের মতো খুব সাধারণ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে জেনারেটর, টারবাইন, কম্পিউটার ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক

মেশিন।

সরঞ্জাম, মেশিন, ভবন বহু বছর ধরে উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এগুলোকে স্থির মূলধন বলা হয়। (খ) কাঁচামাল এবং হাতে থাকা অর্থ: উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের প্রয়োজন হয়

যেমন তাঁতি দ্বারা ব্যবহৃত সুতা এবং কুমোর দ্বারা ব্যবহৃত মাটি। এছাড়াও, উৎপাদনের সময় অর্থ প্রদান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। কাঁচামাল এবং হাতে থাকা অর্থকে কার্যকরী মূলধন বলা হয়।

সরঞ্জাম, মেশিন এবং ভবনের বিপরীতে, এগুলি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ একটি প্রয়োজনও আছে। জমি, শ্রম এবং ভৌত মূলধন একত্রিত করতে এবং নিজের ব্যবহারের জন্য অথবা বাজারে বিক্রি করার জন্য উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য আপনার জ্ঞান এবং উদ্যোগের প্রয়োজন হবে। আজকাল একে বলা হয় মানবিক

মূলধন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে মানব মূলধন সম্পর্কে আরও জানব। • ছবিতে উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি, শ্রম এবং স্থায়ী মূলধন চিহ্নিত করুন।



ছবি ১.২ বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে একটি কারখানা এবং মেশিন

প্রতিটি উৎপাদন জমি, শ্রম, ভৌত মূলধন এবং মানব মূলধনের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়, যা উৎপাদনের কারণ হিসেবে পরিচিত। পালমপুরের গল্পটি পড়ার সাথে সাথে আমরা উৎপাদনের প্রথম তিনটি কারণ সম্পর্কে আরও জানব। সুবিধার জন্য, আমরা এই অধ্যায়ে ভৌত মূলধনকে মূলধন হিসাবে উল্লেখ করব।

পালমপুরে কৃষিকাজ

১. জমি স্থির

পালমপুরের প্রধান উৎপাদনশীল কার্যকলাপ হল কৃষিকাজ। যারা কাজ করেন তাদের ৭৫ শতাংশ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তারা কৃষক বা খেতমজুর হতে পারে। এই মানুষদের সুস্থতা খামারের উৎপাদনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কিন্তু মনে রাখবেন যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

চাষাবাদাধীন জমির পরিমাণ কার্যত নির্দিষ্ট। ১৯৬০ সাল থেকে পালমপুরে, চাষাবাদাধীন জমির পরিমাণের কোনও সম্প্রসারণ হয়নি।

চাষাবাদ। ততক্ষণে গ্রামের কিছু পতিত জমি চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নতুন জমি চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আর কোনও সুযোগ নেই।

অধিকতর কার্যকরভাবে জমির বৃহত্তর এলাকা। প্রথম কয়েকটি নলকূপ সরকার স্থাপন করেছিল। তবে শীঘ্রই, কৃষকরা ব্যক্তিগত নলকূপ স্থাপন শুরু করে। ফলস্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ২০০ হেক্টর (হেক্টর) সমগ্র চাষযোগ্য জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জমি পরিমাপের আদর্শ একক হল হেক্টর, যদিও গ্রামে আপনি স্থানীয় একক যেমন বিঘা, গিহু ইত্যাদিতে জমির ক্ষেত্রফল নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এক হেক্টর হল ১০০ মিটার পরিমাপের একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। আপনি কি ১ হেক্টর জমির ক্ষেত্রফলের সাথে আপনার ক্ষুণ্ণের মাঠের ক্ষেত্রফলের তুলনা করতে পারেন?



২. একই জমি থেকে আরও বেশি ফসল উৎপাদনের কোন উপায় আছে কি?

ফসলের ধরণ এবং সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে, পালামপুর উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পশ্চিম অংশের একটি গ্রামের মতো দেখতে হবে। পালামপুরের সমস্ত জমি চাষ করা হয়। কোনও জমি খালি রাখা হয় না। বর্ষাকালে (খরিফ) কৃষকরা জোয়ার এবং বাজরা চাষ করেন। এই গাছগুলি গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আলু চাষ করা হয়। শীতকালে (রবি) জমিতে গম বপন করা হয়। উৎপাদিত গম থেকে কৃষকরা পরিবারের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত গম জমিতে রাখেন এবং অতিরিক্ত গম রায়গঞ্জের বাজারে বিক্রি করেন। জমির একটি অংশ আখের জন্যও নিবেদিত যা প্রতি বছর একবার কাটা হয়।

আখ, তার কাঁচা আকারে, অথবা গুড় হিসেবে, শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়।

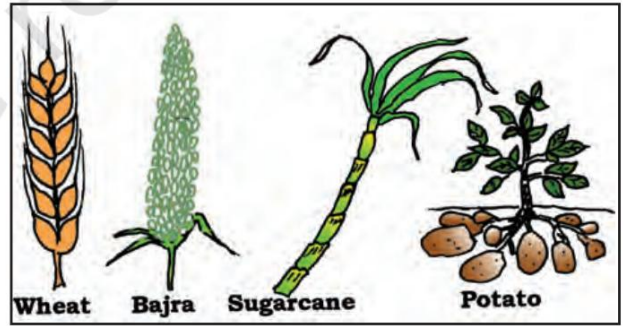
পালামপুরে কৃষকরা বছরে তিনটি ভিন্ন ফসল চাষ করতে পারার প্রধান কারণ হল উন্নত সেচ ব্যবস্থা। পালামপুরে বিদ্যুৎ আসার আগেই এসেছিল। এর প্রধান প্রভাব ছিল সেচ ব্যবস্থার রূপান্তর।

তখন পর্যন্ত কৃষকরা কুয়ো থেকে জল তোলা এবং ছোট ছোট জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পার্সিয়ান চাকা ব্যবহার করত। লোকেরা দেখেছিল যে বৈদ্যুতিক নলকূপগুলি প্রচুর পরিমাণে সেচ দিতে পারে।

ভারতের সব গ্রামে সেচের এত উচ্চ স্তর নেই। নদীমাতৃক সমভূমি ছাড়াও, আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি সুসেচিত। বিপরীতে, দাক্ষিণাত্য মালভূমির মতো মালভূমি অঞ্চলে সেচের মাত্রা কম। দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশেরও কম জমি আজও সেচের আওতায়। বাকি অঞ্চলগুলিতে কৃষিকাজ মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।



বছরে এক টুকরো জমিতে একাধিক ফসল চাষ করাকে বহু-ফসল পদ্ধতি বলা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সবচেয়ে সাধারণ উপায়। পালামপুরের সমস্ত কৃষক কমপক্ষে দুটি প্রধান ফসল চাষ করেন; অনেকেই গত পনেরো থেকে বিশ বছরে তৃতীয় ফসল হিসেবে আলু চাষ করছেন।



ছবি ১.৩ বিভিন্ন ফসল



আসুন আলোচনা করি

- নিম্নলিখিত সারণি ১.১-এ ভারতে আবাদি জমির পরিমাণ মিলিয়ন হেক্টর ইউনিটে দেখানো হয়েছে। প্রদত্ত গ্রাফে এটি লিপিবদ্ধ করুন। গ্রাফটি কী দেখায়?

ক্লাসে আলোচনা করো।

পালামপুর গ্রামের গল্প

৩



সারণি ১.১: বছরের পর বছর ধরে চাষকৃত এলাকা

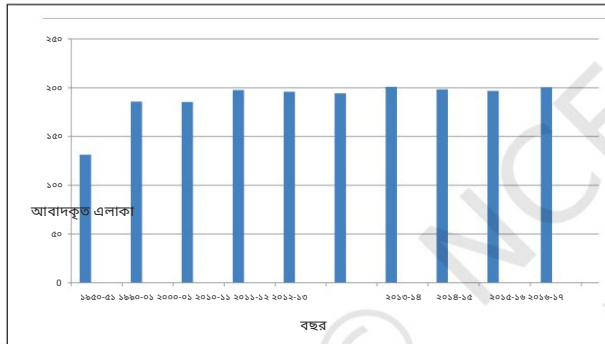
বছর	আবাদকৃত এলাকা (মিলিয়ন সিটরে)
১৯৫০-৫১	১৩২
১৯৯০-৯১	১৮৬
২০০০-০১ [সম্পাদনা]	১৮৬
২০১০-১১ (পূর্বা)	১৯৮
২০১১-১২ (পূর্বা)	১৯৬
২০১২-১৩ (পূর্বা)	১৯৮
২০১৩-১৪ (পূর্বা)	২০১
২০১৪-১৫ (পূর্বা)	১৯৮
২০১৫-১৬ (পূর্বা)	১৯৭
২০১৬-১৭ (পূর্বা)	২০০

(P) - অস্থায়ী তথ্য

সূত্র: পকেট বুক অফ এগ্রিকালচার স্ট্যাটিস্টিক্স
২০২০, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর,

কৃষি, সহযোগিতা এবং
কৃষক কল্যাণ।

আবাদকৃত এলাকা (মিলিয়ন হেক্টরে)



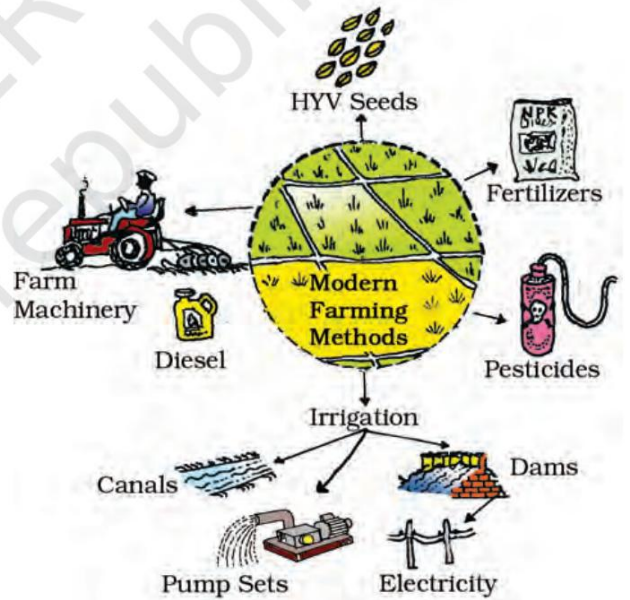
- এলাকা বৃদ্ধি করা কি গুরুত্বপূর্ণ?
সেচের আওতায়? কেন?
- তুমি ফসল উৎপাদন সম্পর্কে পড়েছ
পালামপুরে। নিম্নলিখিত টেবিলটি পূরণ করুন
ফসল সম্পর্কিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে
আপনার অঞ্চলে জন্মে।
তুমি দেখেছো যে,
একই থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি
জমি বহু-ফসল দ্বারা আবাদ করা হয়। অন্যটি
উপায় হল আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করা

উচ্চ ফলনের জন্য। ফলন পরিমাপ করা হয়
নির্দিষ্ট জমিতে উৎপাদিত ফসল
এক মৌসুমে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, চাষে ব্যবহৃত বীজ

তুলনামূলকভাবে কম সহ ঐতিহ্যবাহী ছিল
ফলন। ঐতিহ্যবাহী বীজের কম প্রয়োজন হয়
সেচ। কৃষকরা গোবর ব্যবহার করতেন এবং
সার হিসেবে অন্যান্য প্রাকৃতিক সার। সকল

এগুলো সহজেই পাওয়া যেত
কৃষকদের যাদের এগুলো কিনতে হয়নি।
১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে সবুজ বিপ্লব
ভারতীয় কৃষককে পরিচয় করিয়ে দিলেন

উচ্চ ব্যবহার করে গম এবং ধান চাষ
বীজের ফলনশীল জাত (HYVs)।
ঐতিহ্যবাহী বীজের তুলনায়,
উচ্চ জাতের বীজ প্রচুর উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে
একটি গাছে বেশি পরিমাণে শস্য।
ফলস্বরূপ, একই জমির টুকরোটি হবে
এখন অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন হয়
আগের তুলনায় খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেশি।
তবে বীজের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন ছিল
এবং রাসায়নিক সার এবং
সেবা ফলাফলের জন্য কীটনাশক।



ছবি ১.৪ আধুনিক কৃষি পদ্ধতি: উচ্চ বীজ
বীজ, রাসায়নিক সার ইত্যাদি।

ফসলের নাম বপনের মাস	ফসল কাটার মাস	সেচের উৎস (বৃষ্টি, ট্যাঙ্ক, নলকূপ, খাল ইত্যাদি)



উচ্চ ফলন কেবলমাত্র একটি থেকে সম্ভব ছিল
উচ্চ জাতের বীজের সংমিশ্রণ, সেচ,
রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং
পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ প্রথম ছিল

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন

ভারত। এই অঞ্চলের কৃষকরা

সেচের জন্য নলকূপ স্থাপন এবং ব্যবহার করা হয়েছে

উচ্চ জাতের বীজ, রাসায়নিক সার এবং

কৃষিতে কীটনাশক। তাদের মধ্যে কিছু

কৃষি যন্ত্রপাতি কিনেছে, যেমন ট্রাক্টর এবং

মাড়াই যন্ত্র, যা লাঙল তৈরি করত এবং

দ্রুত ফসল কাটা। তারা পুরস্কৃত হয়েছিল

গমের উচ্চ ফলন সহ।

পালামপুরে, উৎপাদিত গমের ফলন

ঐতিহ্যবাহী জাত থেকে ১৩০০ কেজি ছিল

প্রতি হেক্টরে। উচ্চ জাতের বীজের সাথে, ফলন

প্রতি হেক্টরে ৩২০০ কেজি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

উৎপাদনে বিরাট বৃদ্ধি ছিল

গম। কৃষকদের এখন আরও বেশি পরিমাণে গম ছিল

বাজারে বিক্রি করার জন্য উদ্বৃত্ত গমের পরিমাণ।



আসুন আলোচনা করি

- একাধিকের মধ্যে পার্থক্য কী?

ফসল কাটা এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি?

- নিম্নলিখিত সারণিতে দেখানো হয়েছে

ভারতে গম এবং ডাল উৎপাদন

সবুজ বিপ্লবের পর ইউনিটগুলিতে

মিলিয়ন টন। এটি একটি গ্রাফে প্লট করুন।

সবুজ বিপ্লব কি সমানভাবে ছিল?

উভয় ফসলের জন্যই সফল? আলোচনা করো।

- প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন কত?

আধুনিক কৃষিকাজ ব্যবহার করে কৃষকের দ্বারা
পদ্ধতি?

সারণি ১.২: ডাল ও গমের উৎপাদন
(মিলিয়ন টনে)

	উৎপাদন উৎপাদন ডালের	গমের
১৯৬৫ - ৬৬	১০	১০
১৯৭০ - ৭১	১২	২৪
১৯৮০ - ৮১	১১	৩৬
১৯৯০ - ৯১	১৪	৫৫
২০০০ - ০১	১১	৭০
২০১০ - ১১	১৮	৮৭
২০১২ - ১৩	১৮	৯৪
২০১৩ - ১৪	১৯	৯৬
২০১৪ - ১৫	১৭	৮৭
২০১৫ - ১৬	১৭	৯৪
২০১৬ - ১৭	২৩	৯৯
২০১৭ - ১৮	২৫	১০০
২০১৮ - ১৯	২৩	১০৪
২০১৯ - ২০	২৩	১০৮
২০ ২০২০ -	২৬	১১০
২১ ২০২১ -	২৭	১০৭
২২ ২০২২ -	২৬	১১১
২৩ ২০২৩ - ২৪	২৪.৫	১১৩

উৎস: কৃষি ও কৃষক বিভাগ, এএস অ্যান্ড ই বিভাগ

অর্থনৈতিক জরিপ ২০২৩-২৪-এ কল্যাণ, পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্ট।

- আধুনিক কৃষি পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন

কৃষককে তার চেয়ে বেশি নগদ টাকা দিয়ে শুরু করতে হবে

আগে। কেন?



প্রস্তাবিত কার্যকলাপ

- আপনার মাঠ পরিদর্শনের সময় কয়েকজনের সাথে কথা বলুন
আপনার অঞ্চলের কৃষকদের। জেনে নিন:

১. কোন ধরনের কৃষি পদ্ধতি —

আধুনিক বা ঐতিহ্যবাহী বা মিশ্র — করুন

কৃষকরা কি ব্যবহার করে? একটি টাকা লেখ।

২. সেচের উৎসগুলো কী কী?

৩. আবাদি জমির কত ভাগ?

সেচ দেওয়া হয়েছে? (খুব কম/প্রায় অর্ধেক/

সংখ্যাগরিষ্ঠ/সকল)

৪. কৃষকরা কোথা থেকে পান

তাদের প্রয়োজন এমন ইনপুট?

৩. জমি কি টিকবে?

ভূমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ হওয়ায়, এটি

এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আধুনিক

কৃষি পদ্ধতিগুলি অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে

প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি।

অনেক ক্ষেত্রে, সবুজ বিপ্লব হল

মাটির উর্বরতা হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত

রাসায়নিকের বর্ধিত ব্যবহারের কারণে

সার। এছাড়াও, ক্রমাগত ব্যবহার

নলকূপ সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের

জলস্তরের অবনতির দিকে পরিচালিত করে।

পরিবেশগত সম্পদ, যেমন মাটির উর্বরতা

এবং ভূগর্ভস্থ জল, বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়।

একবার ধ্বংস হয়ে গেলে, তা খুব কঠিন

এগুলো পুনরুদ্ধার করুন। আমাদের অবশ্যই যত্ন নিতে হবে

ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ

কৃষির উন্নয়ন।



প্রস্তাবিত কার্যকলাপ

- নিম্নলিখিত প্রতিবেদনগুলি পড়ার পর

সংবাদপত্র/পত্রিকা, চিঠি লিখুন

কৃষিমন্ত্রীর কাছে আপনার নিজের

শব্দগুলি তাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলে

রাসায়নিক সার ক্ষতিকারক হতে পারে।

...রাসায়নিক সার প্রদান করে

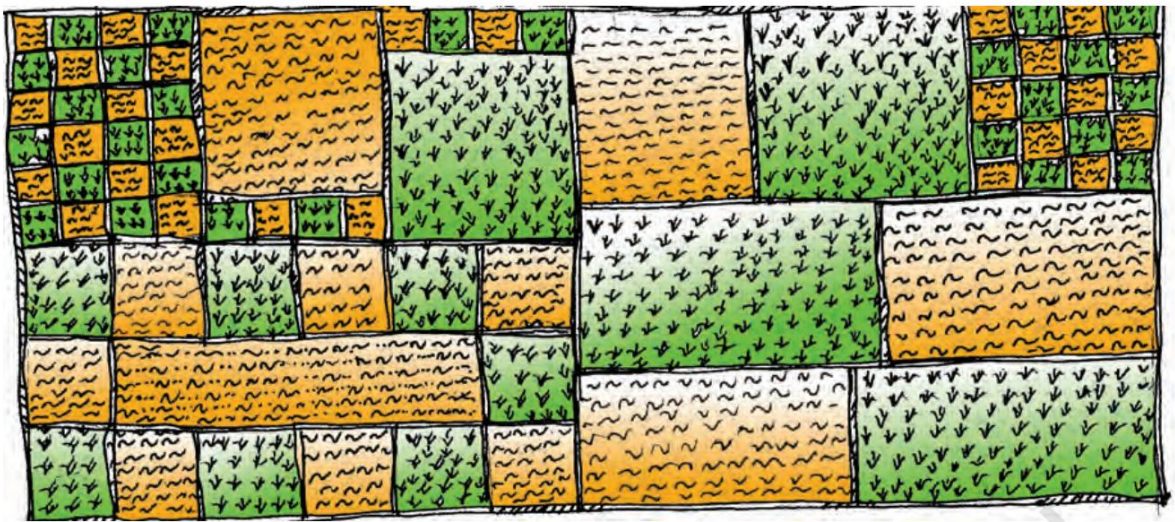
পানিতে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ এবং

গাছপালা অবিলম্বে উপলব্ধ।

কিন্তু এগুলো রাখা যাবে না

পালামপুর গ্রামের গল্প

৫



ছবি ১.৫ পালামপুর গ্রাম: চাষযোগ্য জমির বন্টন

মাটি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো মাটি থেকে বেরিয়ে ভূগর্ভস্থ জল, নদী এবং হ্রদ দূষিত করতে পারে। রাসায়নিক সার মাটিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবকেও মেরে ফেলতে পারে। এর অর্থ হল এগুলো ব্যবহারের কিছু সময় পরে, মাটি আগের চেয়ে কম উর্বর হয়ে যাবে....

(সূত্র: ডাউন টু আর্থ, নয়াদিল্লি)

.....পাঞ্জাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। রাসায়নিক সারের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। পাঞ্জাবের কৃষকরা এখন একই উৎপাদন স্তর অর্জনের জন্য আরও বেশি করে রাসায়নিক সার এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এর অর্থ চাষের খরচ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে.....(সূত্র: দ্য ট্রিবিউন, চণ্ডীগড়)

জমিতে, ২৪০টি পরিবার ২ হেক্টরের কম আয়তনের ছোট জমি চাষ করে।

এই ধরনের জমি চাষ করলে কৃষক পরিবারের পর্যাপ্ত আয় হয় না।

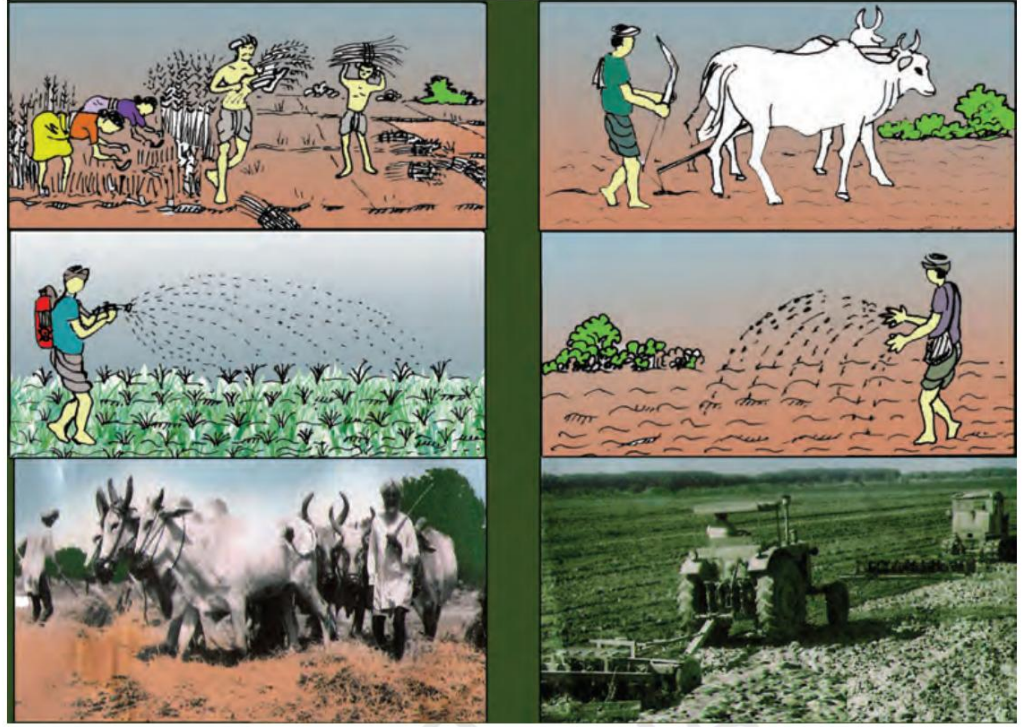
১৯৬০ সালে, গোবিন্দ একজন কৃষক ছিলেন যার ২.২৫ হেক্টর জমি ছিল মূলত সেচের অযোগ্য। তার তিন ছেলের সাহায্যে গোবিন্দ জমি চাষ করেছিলেন। যদিও তারা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারছিলেন না, তবুও পরিবারের একটি মহিষ থেকে সামান্য কিছু অতিরিক্ত আয় করে পরিবারটি নিজেদের ভরণপোষণ চালাতে সক্ষম হয়েছিল।

গোবিন্দের মৃত্যুর কয়েক বছর পর, এই জমি তার তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এখন প্রত্যেকেরই মাত্র ০.৭৫ হেক্টর জমি আছে। উন্নত সেচ এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও, গোবিন্দের ছেলেরা তাদের জমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না। বছরের কিছু সময় তাদের অতিরিক্ত কাজ খুঁজতে হয়।

৪. পালামপুরের কৃষকদের মধ্যে জমি কীভাবে বন্টন করা হয়?

কৃষিকাজের জন্য জমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, কৃষিকাজের সাথে জড়িত সকল মানুষের কাছে চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই। পালামপুরে, ৪৫০টি পরিবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমিহীন, অর্থাৎ ১৫০টি পরিবার, যাদের বেশিরভাগই দলিত, তাদের চাষের জন্য কোনও জমি নেই।

বাকি পরিবারগুলির মধ্যে যারা মালিক



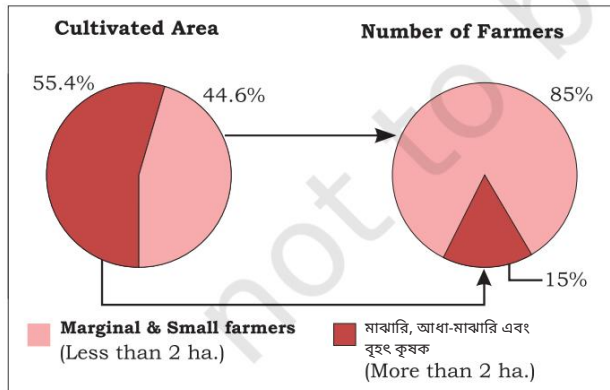
ছবি ১.৬ জমিতে কাজ: গমের ফসল— বলদ দিয়ে চাষ, বীজ বপন, কীটনাশক স্প্রে, ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ এবং ফসল কাটা।



আসুন আলোচনা করি

- ১.৫ নম্বর চিত্রে, ছোট কৃষকদের চাষ করা জমি কি তুমি ছায়া দিতে পারো? এত কৃষক পরিবার কেন এত ছোট জমি চাষ করে? ভারতে কৃষকদের বন্টন এবং তারা যে পরিমাণ জমি চাষ করে তা নিম্নলিখিত গ্রাফ ১.১-এ দেখানো হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

গ্রাফ ১.১: আবাদকৃত এলাকা এবং কৃষকদের বন্টন



সূত্র: পকেট বুক অফ এগ্রিকালচার স্ট্যাটিস্টিক্স ২০২০ এবং স্টেট অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার ২০২০, কৃষি, সহযোগিতা ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ।



আসুন আলোচনা করি

- আপনি কি একমত যে পালামপুরে চাষযোগ্য জমির বন্টন অসম? ভারতের ক্ষেত্রেও কি একই রকম পরিস্থিতি আপনার মনে হয়? ব্যাখ্যা করুন।

৫. শ্রমিক কে দেবে?

জমির পরে, উৎপাদনের জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় উপাদান হল শ্রম। কৃষিকাজের জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ছোট কৃষকরা তাদের পরিবারের সাথে তাদের নিজস্ব জমি চাষ করে। এইভাবে, তারা নিজেরাই কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে। মাঝারি এবং বড় কৃষকরা তাদের জমিতে কাজ করার জন্য কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে।

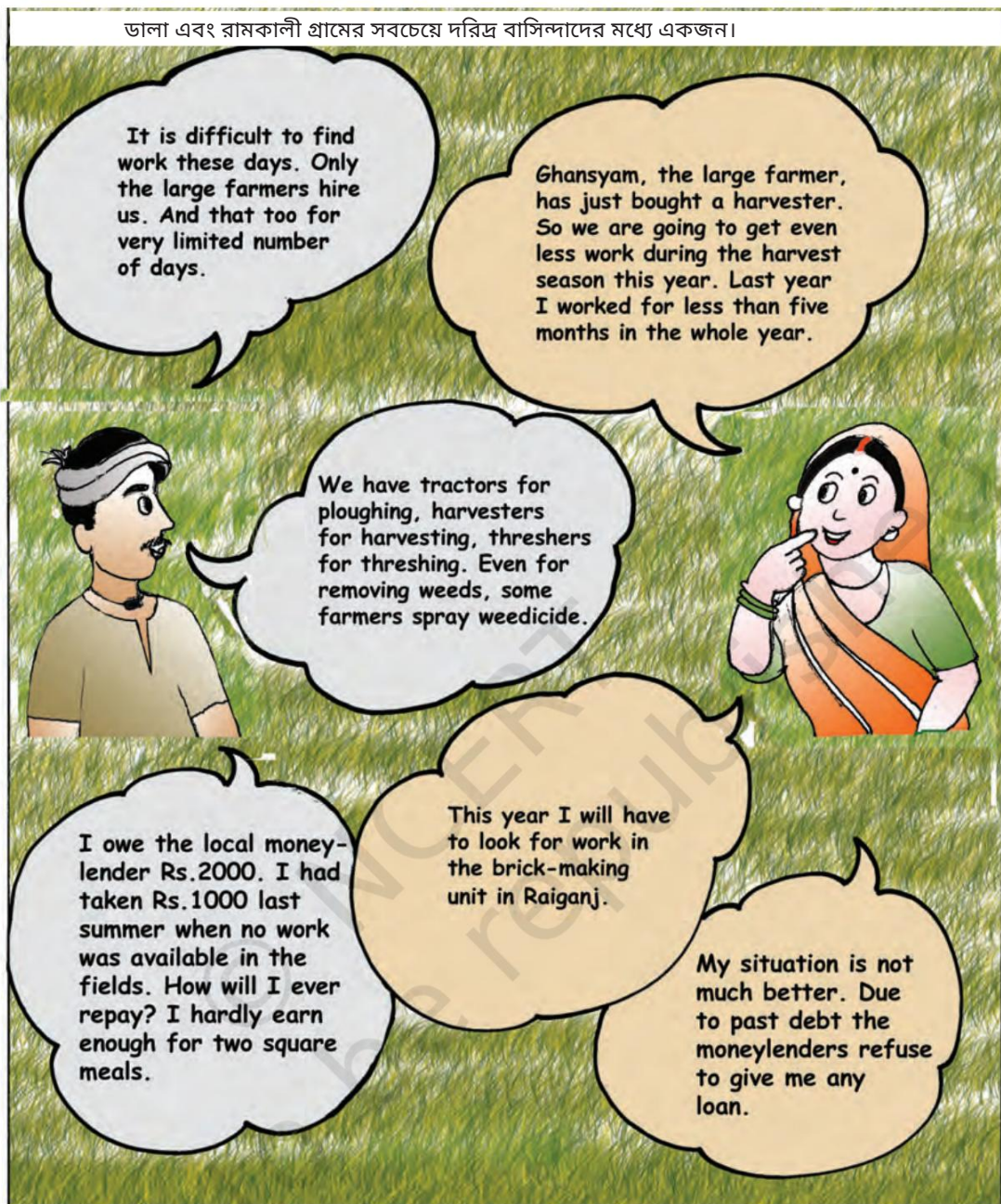


আসুন আলোচনা করি

- ১.৬ চিত্রে মাঠে যে কাজগুলি করা হচ্ছে তা চিহ্নিত করুন এবং সেগুলিকে একটি সঠিক ক্রমানুসারে সাজান।

কৃষি শ্রমিকরা হয় ভূমিহীন পরিবার থেকে আসে অথবা ছোট জমি চাষ করে এমন পরিবার থেকে আসে। কৃষকদের মতো, কৃষি শ্রমিকদের জমির উপর কোন অধিকার নেই।





ছবি ১.৭ ডালা এবং রামকালীর মধ্যে কথোপকথন

জমিতে উৎপাদিত ফসল। পরিবর্তে, তারা যে কৃষকের জন্য কাজ করে তার দ্বারা মজুরি প্রদান করা হয়। মজুরি নগদ বা ফসলের মতো জিনিসপত্রের আকারে হতে পারে। কখনও কখনও শ্রমিকরা খাবারও পান। মজুরি অঞ্চলভেদে, ফসলভেদে, এক ফসলভেদে, এক খামারের কার্যকলাপে (যেমন বীজ বপন এবং ফসল কাটা) ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কর্মসংস্থানের সময়কালের মধ্যেও ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। একটি খামার

শ্রমিককে দৈনিক ভিত্তিতে, অথবা ফসল কাটার মতো একটি নির্দিষ্ট খামারের কাজে, অথবা সারা বছর ধরে নিযুক্ত করা হতে পারে।

ডালা একজন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক যিনি পালামপুরে দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। এর অর্থ হল তাকে নিয়মিত কাজ খুঁজতে হয়। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একজন কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি দৈনিক ৩০০ টাকা (মার্চ ২০১৯), কিন্তু ডালা মাত্র ১৬০ টাকা পান।



পালামপুরের কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কাজের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা, তাই লোকেরা কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি হয়। ডালা তার পরিস্থিতি সম্পর্কে রামকালীর কাছে অভিযোগ করে, যিনি আরেকজন কৃষি শ্রমিক।

ডালা এবং রামকালী দুজনেই গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে একজন।



আসুন আলোচনা করি

- ডালা এবং রামকালীর মতো কৃষি শ্রমিকরা কেন দরিদ্র? • গোসাইপুর এবং মাজাউলি উত্তর বিহারের দুটি গ্রাম। দুটি গ্রামের মোট ৮৫০টি পরিবারের মধ্যে ২৫০ জনেরও বেশি পুরুষ পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা গ্রামাঞ্চলে অথবা দিল্লি, মুম্বাই, সুরাট, হায়দ্রাবাদ বা নাগপুরে কর্মরত। ভারতের বেশিরভাগ গ্রামেই এই ধরনের অভিবাসন সাধারণ। মানুষ কেন অভিবাসন করে? আপনি কি (আপনার কল্পনার উপর ভিত্তি করে) বর্ণনা করতে পারেন যে গোসাইপুর এবং মাজাউলির অভিবাসীরা গন্তব্যস্থলে কী কাজ করতে পারে?

কৃষক। তেজপাল সিং সবিতাকে চার মাসের জন্য ২৪ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে রাজি হন, যা খুবই উচ্চ সুদের হার। সবিতাকে ফসল কাটার মৌসুমে প্রতিদিন ১০০ টাকায় তার জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিতে হয়। আপনি যেমন বুঝতে পারছেন, এই মজুরি বেশ কম। সবিতা জানেন যে তাকে নিজের জমিতে ফসল কাটা শেষ করতে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং তারপর তেজপাল সিং-এর জন্য একজন কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হবে। ফসল কাটার সময় খুবই ব্যস্ত সময়। তিন সন্তানের মা হিসেবে তার অনেক পারিবারিক দায়িত্ব থাকে। সবিতা এই কঠিন শর্তগুলিতে রাজি হন কারণ তিনি জানেন যে একজন ছোট কৃষকের জন্য ঋণ পাওয়া কঠিন।



২. ছোট কৃষকদের বিপরীতে, মাঝারি ও বৃহৎ কৃষকদের কৃষিকাজ থেকে নিজস্ব সঞ্চয় থাকে। এর ফলে তারা প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। এই কৃষকদের নিজস্ব সঞ্চয় কীভাবে হয়? আপনি পরবর্তী বিভাগে উত্তর পাবেন।

৬. কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় মূলধন

আপনি ইতিমধ্যেই দেখেছেন যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়, যার ফলে কৃষকের এখন আগের চেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন।

১. বেশিরভাগ ক্ষুদ্র কৃষককে মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা ধার করতে হয়। তারা বড় কৃষক বা গ্রামের মহাজন বা চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। এই ধরনের ঋণের সুদের হার খুব বেশি। ঋণ পরিশোধ করতে তাদের খুব কষ্ট হয়।

সবিতা একজন ক্ষুদ্র কৃষক। তিনি তার ১ হেক্টর জমিতে গম চাষ করার পরিকল্পনা করছেন। বীজ, সার এবং কীটনাশক ছাড়াও, জল কিনতে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য তার নগদ অর্থের প্রয়োজন। তিনি অনুমান করেন যে কার্যকরী মূলধনের জন্য কমপক্ষে ৩,০০০ টাকা খরচ হবে। তার কাছে টাকা নেই, তাই তিনি তেজপাল সিংহের কাছ থেকে ধার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যিনি একজন বড় কৃষক।



এখন পর্যন্ত গল্পটা আলোচনা করা যাক....

আমরা উৎপাদনের তিনটি উপাদান - জমি, শ্রম এবং মূলধন - এবং কৃষিতে কীভাবে এগুলি ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে পড়েছি। আসুন নীচের সূচনামূলকগুলি পূরণ করি।

উৎপাদনের তিনটি কারণের মধ্যে, আমরা দেখতে পেয়েছি যে শ্রমই উৎপাদনের সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ কারণ। গ্রামে অনেক মানুষ কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক, যেখানে কাজের সুযোগ সীমিত। তারা হয় ভূমিহীন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অথবা। তাদের কম মজুরি দেওয়া হয়,

এবং একটি কঠিন জীবনযাপন করে।

শ্রমের বিপরীতে,

উৎপাদনের একটি দুর্লভ উপাদান। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হল . তদুপরি, বিদ্যমান জমিও কৃষিকাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে (সমান/অসম) বন্টিত। প্রচুর সংখ্যক

ক্ষুদ্র কৃষক আছেন যারা ছোট জমি চাষ করেন এবং বসবাস করেন



ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের চেয়ে অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়। বিদ্যমান জমির সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য, কৃষকরা ব্যবহার করে এবং এই উভয়ের ফলে

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতির জন্য প্রচুর পরিমাণে ... প্রয়োজন। ছোট কৃষকদের সাধারণত মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা ধার করতে হয় এবং ঋণ পরিশোধ করতে তারা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে পড়ে। অতএব, মূলধন ও উৎপাদনের একটি দুর্লভ উপাদান, বিশেষ করে ছোট কৃষকদের জন্য।

যদিও জমি এবং মূলধন উভয়ই দুঃপ্রাপ্য, উৎপাদনের দুটি কারণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, অন্যদিকে এটি মানবসৃষ্ট। জমি স্থির থাকলেও মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব। অতএব, কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন নেওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য বিক্রয়

ধরা যাক, কৃষকরা উৎপাদনের তিনটি উপাদান ব্যবহার করে তাদের জমিতে গম উৎপাদন করেছেন। গম কাটা হয়েছে এবং উৎপাদন সম্পূর্ণ হয়েছে।

কৃষকরা গম দিয়ে কী করে?

তারা পরিবারের ব্যবহারের জন্য গমের একটি অংশ ধরে রাখে এবং উদ্বৃত্ত গম বিক্রি করে। সবিতা এবং গোবিন্দের ছেলের মতো ছোট কৃষকদের কাছে খুব কম উদ্বৃত্ত গম থাকে কারণ তাদের মোট উৎপাদন কম এবং এ থেকে তাদের নিজস্ব পরিবারের প্রয়োজনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাখা হয়। তাই মাঝারি এবং বড় কৃষকরাই বাজারে গম সরবরাহ করে। ১.১ ছবিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গরুর গাড়িটি গম বোঝাই করে বাজারে আসছে। বাজারের ব্যবসায়ীরা গম কিনে শহর ও শহরের দোকানদারদের কাছে বিক্রি করে।

তেজপাল সিং, একজন বৃহৎ কৃষক, তার সমস্ত জমি থেকে ৩৫০ কুইন্টাল গম উদ্বৃত্ত আছে! তিনি রায়গঞ্জ বাজারে উদ্বৃত্ত গম বিক্রি করেন এবং ভালো আয় করেন।

তেজপাল সিং তার উপার্জন দিয়ে কী করেন? গত বছর, তেজপাল সিং বেশিরভাগ টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি সঞ্চয়কৃত অর্থ সবিতার মতো কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন, যাদের ঋণের প্রয়োজন ছিল। তিনি পরবর্তী মৌসুমে কৃষিকাজের জন্য কার্যকরী মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্যও সঞ্চয় ব্যবহার করেন। এই বছর তেজপাল সিং তার উপার্জন ব্যবহার করে আরেকটি ট্রাক্টর কেনার পরিকল্পনা করেন।

আরেকটি ট্রাক্টর তার স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করবে।

তেজপাল সিং-এর মতো, অন্যান্য বৃহৎ ও মাঝারি কৃষকরা উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বিক্রি করে। আয়ের একটি অংশ সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তী মৌসুমের জন্য মূলধন কেনার জন্য রাখা হয়। এইভাবে, তারা তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কৃষিকাজের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। কিছু কৃষক গবাদি পশু, ট্রাক কিনতে বা দোকান স্থাপনের জন্যও সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারেন। আমরা দেখব, এগুলি অ-কৃষি কার্যক্রমের জন্য মূলধন গঠন করে।

পালামপুরে অ-কৃষি কার্যক্রম

আমরা পালামপুরের প্রধান উৎপাদন কার্যকলাপ হিসেবে কৃষিকাজ সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা কিছু অ-কৃষি উৎপাদন কার্যকলাপ পর্যালোচনা করব। পালামপুরে কর্মরত মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত।

১. দুগ্ধজাত পণ্য — অন্য একটি সাধারণ কার্যকলাপ

পালামপুরের অনেক পরিবারের মধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্য একটি সাধারণ কাজ। লোকেরা তাদের মহিষদের বিভিন্ন ধরণের ঘাস এবং বর্ষাকালে জন্মানো জোয়ার এবং বাজরা খাওয়ায়।

নিকটবর্তী বৃহৎ গ্রাম রায়গঞ্জে দুধ বিক্রি করা হয়। শাহপুর শহরের দুই ব্যবসায়ী রায়গঞ্জে সংগ্রহ ও শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন যেখান থেকে দুধ দূরবর্তী শহর ও শহরে পরিবহন করা হয়।

আসুন আলোচনা করি

- আসুন আমরা তিনজন কৃষককে নিই। প্রত্যেকেই তাদের জমিতে গম চাষ করেছেন যদিও উৎপাদন ভিন্ন (কলাম ২ দেখুন)। প্রতিটি ব্যক্তির গমের ব্যবহার কৃষক পরিবার একই (কলাম ৩)। এই বছর উদ্ভূত গমের পুরোটাই পরবর্তী বছরের উৎপাদনের জন্য মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ধরুন, উৎপাদন হল উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধনের দ্বিগুণ। টেবিলগুলি পূরণ করুন।

কৃষক ১

	উৎপাদন	খরচ	উদ্ভূত = উৎপাদন - খরচ	মূলধন পরের বছর
বছর ১	১০০	৪০	৬০	৬০
বছর ২	১২০	৪০		
বছর ৩		৪০		

কৃষক ২

	উৎপাদন	খরচ	উদ্ভূত	মূলধন পরের বছর
বছর ১	৮০	৪০		
বছর ২		৪০		
বছর ৩		৪০		

কৃষক ৩

	উৎপাদন	খরচ	উদ্ভূত	মূলধন পরের বছর
বছর ১	৬০	৪০		
বছর ২		৪০		
বছর ৩		৪০		



আসুন আলোচনা করি

- তিনজন কৃষকের বছরের পর বছর ধরে গমের উৎপাদনের তুলনা করো।
- ৩য় বর্ষে কৃষক ৩য়ের কী হবে? সে কি উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারবে? কী? উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে কি করতে হবে?

২. ছোট আকারের একটি উদাহরণ

পালামপুরে উৎপাদন

বর্তমানে, পঞ্চাশেরও কম লোক আছেন
পালামপুরে উৎপাদনে নিযুক্ত।

যে উৎপাদনের প্রয়োজন হয় তার বিপরীতে
শহরের বড় কারখানাগুলিতে স্থান
এবং শহরগুলি, পালামপুরে উৎপাদন
খুব সহজ উৎপাদন পদ্ধতি জড়িত

পালামপুর গ্রামের গল্প

১১



এবং ছোট পরিসরে করা হয়। এগুলি বেশিরভাগই বাড়িতে বা মাঠে পারিবারিক শ্রমের সাহায্যে করা হয়। খুব কমই শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

মিশ্রীলাল বিদ্যুৎচালিত একটি যান্ত্রিক আখ মাড়াই মেশিন কিনেছেন এবং তার জমিতে এটি স্থাপন করেছেন। আগে বলদের সাহায্যে আখ মাড়াই করা হত, কিন্তু আজকাল মানুষ মেশিনের সাহায্যে এটি করতে পছন্দ করে।

মিশ্রীলাল অন্যান্য কৃষকদের কাছ থেকে আখ কিনে তা প্রক্রিয়াজাত করে গুড় তৈরি করেন। এরপর গুড় শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মিশ্রীলাল সামান্য লাভ করেন।

করিম গ্রামে একটি কম্পিউটার ক্লাস সেন্টার খুলেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শাহপুর শহরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজে পড়ছে।

করিম দেখতে পেল যে গ্রামের বেশ কিছু ছাত্র শহরে কম্পিউটার ক্লাসে যোগ দিচ্ছে। গ্রামে দুজন মহিলা ছিলেন যাদের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিগ্রি ছিল। তিনি তাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কম্পিউটার কিনে বাজারের সামনের ঘরে ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভালো সংখ্যায় সেখানে যোগদান করতে শুরু করেছে।

আসুন আলোচনা করি

আসুন আলোচনা করি

- মিশ্রীলালের গুড় তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য কত মূলধনের প্রয়োজন ছিল? • এই ক্ষেত্রে শ্রমিক কে যোগান দেয়? • আপনি কি অনুমান করতে পারেন কেন মিশ্রীলাল তার লাভ বাড়তে পারছেন না? • আপনি কি কোন কারণ ভাবতে পারেন যখন তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন?

- মিশ্রীলাল কেন তার গুড় গ্রামের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি না করে শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন?

৩. পালামপুরের দোকানদাররা

পালামপুরে ব্যবসার (পণ্য বিনিময়) সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পালামপুরের ব্যবসায়ীরা হলেন দোকানদার যারা শহরের পাইকারি বাজার থেকে বিভিন্ন পণ্য কিনে গ্রামে বিক্রি করেন। গ্রামে ছোট ছোট সাধারণ দোকানে চাল, গম, চিনি, চা, তেল, বিস্কুট, সাবান, টুথপেস্ট, ব্যাটারি, মোমবাতি, নোটবুক, কলম, পেন্সিল, এমনকি কিছু কাপড়ের মতো বিস্তৃত পণ্য বিক্রি হয়। বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি বাড়ি থাকা কিছু পরিবারের বাড়ি এই জায়গার একটি অংশ ছোট ছোট দোকান খোলার জন্য ব্যবহার করেছে। তারা খাবার বিক্রি করে।

- করিমের মূলধন এবং শ্রম মিশ্রীলালের থেকে কোন কোন দিক থেকে আলাদা? • কেন কেউ আগে কম্পিউটার সেন্টার শুরু করেনি? সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করুন কারণ।

৪. পরিবহন: একটি দ্রুত উন্নয়নশীল খাত

পালামপুর থেকে রায়গঞ্জের সংযোগকারী রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে।

রিকশাওয়ালা, টাক্সাওয়ালা, জিপ, ট্রাক্টর, ট্রাক চালক এবং ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি এবং বগি চালকরা পরিবহন পরিষেবার সাথে জড়িত। তারা মানুষ এবং পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করে এবং বিনিময়ে এর জন্য অর্থ পায়। গত কয়েক বছর ধরে পরিবহনের সাথে জড়িত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

কিশোরা একজন কৃষি শ্রমিক। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো, কিশোরারও তার বেতন দিয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর আগে কিশোরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। এটি ছিল একটি সরকারি কর্মসূচির আওতায় যা দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারগুলিকে সস্তায় ঋণ দিচ্ছিল।

কিশোর এই টাকা দিয়ে একটি মহিষ কিনেছে। সে এখন মহিষের দুধ বিক্রি করে।



তাছাড়া, সে তার মহিষের সাথে একটি কাঠের গাড়ি সংযুক্ত করেছে এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য এটি ব্যবহার করে। সপ্তাহে একবার, সে গঙ্গা নদীতে যায় কুমোরের জন্য মাটি আনতে। অথবা কখনও কখনও সে গুড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র বোঝাই করে শাহপুরে যায়। প্রতি মাসে সে পরিবহনে কিছু কাজ পায়। ফলস্বরূপ, কিশোরা কয়েক বছর আগে যা করত তার চেয়ে বেশি আয় করতে সক্ষম।



আসুন আলোচনা করি

- কিশোরার স্থায়ী মূলধন কত? • তার কার্যকরী মূলধন কত হবে বলে তোমার মনে হয়? • কিশোরা কতটি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে জড়িত?
- তুমি কি বলবে যে পালামপুরের উন্নত রাস্তাঘাটের কারণে কৃষা উপকৃত হয়েছে?



সারাংশ

গ্রামে কৃষিকাজই প্রধান উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ। বছরের পর বছর ধরে কৃষিকাজের পদ্ধতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে কৃষকরা একই পরিমাণ জমি থেকে আরও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পেরেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, কারণ জমি স্থির এবং দুর্লভ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন কৃষিকাজের পদ্ধতির জন্য জমির প্রয়োজন কম, কিন্তু মূলধনের প্রয়োজন অনেক বেশি। মাঝারি ও বৃহৎ কৃষকরা পরবর্তী মৌসুমে উৎপাদন থেকে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ব্যবহার করে মূলধনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, ভারতের মোট কৃষকের প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষকদের মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের জমির আকার ছোট হওয়ার কারণে, তাদের উৎপাদন যথেষ্ট নয়।

উদ্ভূতের অভাবের ফলে তারা তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে অক্ষম হয় এবং ঋণ নিতে হয়। ঋণের পাশাপাশি, অনেক ক্ষুদ্র কৃষককে নিজেদের এবং তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কৃষি শ্রমিক হিসেবে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়।

উৎপাদনের সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে শ্রম, তাই কৃষিকাজের নতুন পদ্ধতিতে যদি আরও বেশি শ্রম ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আদর্শ হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এমন ঘটনা ঘটেনি। খামারে শ্রমের ব্যবহার সীমিত। সুযোগের সন্ধানে শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম, শহর এবং শহরে চলে যাচ্ছে। কিছু শ্রমিক গ্রামে অ-কৃষি খাতে প্রবেশ করেছে।

বর্তমানে, গ্রামে অকৃষি খাত খুব বেশি বড় নয়। ভারতের গ্রামীণ এলাকায় প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ২৪ জন অকৃষি কাজে নিযুক্ত।

যদিও গ্রামগুলিতে কৃষি-বহির্ভূত বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে (আমরা কেবল কয়েকটি উদাহরণ দেখেছি), প্রতিটি গ্রামে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেশ কম।

ভবিষ্যতে, গ্রামে আরও বেশি করে অকৃষি উৎপাদন কার্যক্রম দেখতে চাই। কৃষিকাজের বিপরীতে, অকৃষি কার্যক্রমের জন্য খুব কম জমির প্রয়োজন হয়। কিছু পরিমাণ মূলধন থাকলে লোকেরা অকৃষি কার্যক্রম স্থাপন করতে পারে। এই মূলধন কীভাবে পাওয়া যায়?

কেউ নিজের সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু প্রায়শই ঋণ নিতে হয়। কম সুদে ঋণ পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে সঞ্চয়বিহীন লোকেরাও কিছু অকৃষি কার্যক্রম শুরু করতে পারে। অকৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আরেকটি বিষয় যা অপরিহার্য তা হল বাজার থাকা যেখানে উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবা বিক্রি করা যায়। পালামপুরে, আমরা দেখেছি পার্শ্ববর্তী গ্রাম, শহর এবং শহরগুলি দুধ, গুড়, গম ইত্যাদির বাজার তৈরি করে। ভালো রাস্তা, পরিবহন এবং টেলিফোনের মাধ্যমে আরও বেশি গ্রাম শহর ও শহরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, আগামী বছরগুলিতে গ্রামে অকৃষি কার্যক্রমের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।



অনুশীলন

১. ভারতের প্রতিটি গ্রাম দশ বছরে একবার আদমশুমারির সময় জরিপ করা হয় এবং কিছু বিবরণ নিম্নলিখিত ফর্ম্যাটে উপস্থাপন করা হয়। পালামপুর সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিতগুলি পূরণ করুন। ক. অবস্থান: খ. গ্রামের মোট এলাকা:

গ. জমির ব্যবহার (হেক্টরে):

চাষযোগ্য জমি		চাষের জন্য জমি নেই (বাসস্থান, রাস্তাঘাট, পুকুর, চারণভূমি জুড়ে এলাকা)
সেচপ্রাপ্ত	সেচবিহীন	
		২৬ হেক্টর

ঘ. সুযোগ-সুবিধা:

শিক্ষামূলক	
মেডিক্যাল	
বাজার	
বিদ্যুৎ সরবরাহ	
যোগাযোগ	
নিকটতম শহর	

২. আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে শিল্পে উৎপাদিত উপকরণের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। আপনি কি একমত?
৩. পালামপুরে বিদ্যুতের প্রসার কৃষকদের কীভাবে সাহায্য করেছিল?
৪. সেচের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি করা কি গুরুত্বপূর্ণ? কেন?
৫. ৪৫০টি পরিবারের মধ্যে জমি বন্টনের একটি ছক তৈরি করুন পালামপুর।
৬. পালামপুরে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম কেন?
৭. আপনার অঞ্চলে দুজন শ্রমিকের সাথে কথা বলুন। খামার শ্রমিক অথবা নির্মাণস্থলে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে কোনটি বেছে নিন। তারা কত মজুরি পান? তাদের কি নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হয় নাকি জিনিসপত্রের মাধ্যমে? তারা কি নিয়মিত কাজ পান? তারা কি ঋণগ্রস্ত?
৮. একই টুকরোতে উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় কী কী?
জমি? ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ ব্যবহার করুন।
৯. ১ হেক্টর জমির মালিক একজন কৃষকের কাজ বর্ণনা করো।
১০. মাঝারি ও বৃহৎ কৃষকরা কৃষিকাজের জন্য মূলধন কীভাবে সংগ্রহ করেন? ছোট কৃষকদের থেকে এটি কীভাবে আলাদা?
১১. সবিতা কোন শর্তে তাজপাল সিং থেকে ঋণ পেয়েছিলেন? যদি সবিতা ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ পেতেন, তাহলে কি তার অবস্থা ভিন্ন হত?
১২. আপনার অঞ্চলের কিছু বয়স্ক বাসিন্দার সাথে কথা বলুন এবং গত ৩০ বছরে সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।
(ঐচ্ছিক)

১৩. আপনার অঞ্চলে কী কী অ-কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম চলছে?

একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা।

১৪. আরও বেশি অ-কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করার জন্য কী করা যেতে পারে?
গ্রামে?



তথ্যসূত্র

এটিয়েন, গিলবার্ট। ১৯৮৫। এশিয়ায় গ্রামীণ উন্নয়ন: কৃষক, ঋষিদের সাথে বৈঠক
প্রকাশনা, নয়াদিল্লি।

এটিয়েন, গিলবার্ট। ১৯৮৮। খাদ্য ও দারিদ্র্য: ভারতের অর্ধেক জয়ের যুদ্ধ, সেজ পাবলিকেশনস,
নতুন দিল্লি।

RAJ, KN 1991। 'গ্রাম ভারত এবং এর রাজনৈতিক অর্থনীতি' CT Kurian-এ (সম্পাদিত)
অর্থনীতি, সমাজ ও উন্নয়ন, সেজ পাবলিকেশনস, নয়াদিল্লি থর্নার, ড্যানিয়েল এবং অ্যালিস থর্নার।

১৯৬২। ভারতে ভূমি ও শ্রম, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বে। [http://economictimes.indiatimes.com/news/policy/government-hikes-](http://economictimes.indiatimes.com/news/policy/government-hikes-minimum-wage-for-agriculture-labourer/articleshow/57408252.cms)

[minimum-wage-for-agriculture-labourer/articleshow/57408252.cms](http://economictimes.indiatimes.com/news/policy/government-hikes-minimum-wage-for-agriculture-labourer/articleshow/57408252.cms)

